মুক্তমনা
Freethinkers

স্বামীর ছাঁচে বিকশিত প্রতিভারা

বেগম রোকেয়া

আকিমুন রহমান

রোকেয়া প্রতিভা ঠিকই, তবে স্বামীর ছাঁচে বিকশিত প্রতিভা। তিনি অভিজাত পুরুষতন্ত্রের কুপ্রথা ও অবরোধ পীড়নের বিরুদ্ধে মুখর, আর নিজের জীবনে অতি নিষ্ঠার সাথে পালন করেন পতিপ্রভুর পরিয়ে দেয়া শৃঙ্খল, আমৃত্যু তিনি নিয়ন্ত্রিত হন একটি শবদেহ দ্বারা।... রোকেয়া আদ্যোপান্ত স্ববিরোধিতাগ্রস্ত।

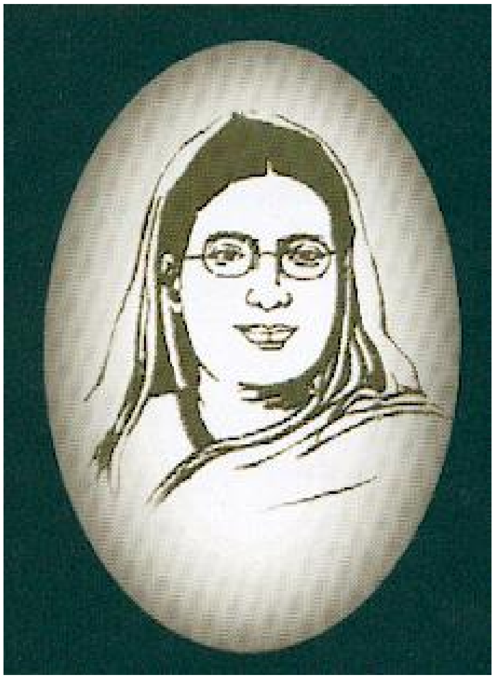

রোকেয়া এখন প্রসিদ্ধ বাঙালি মুসলমান নারী জাগরনের অগ্রদূত হিসেবে। তাঁকে বলা হয় ‘নারী জাগরনের আলোর দিশারী’। এ ছাড়াও পুরুষতন্ত্র তাঁর জন্য তৈরী করেছে নানা বিশেষণ। এ সমস্ত কিছুর নীচেই ঢাকা পড়ে গেছে প্রকৃত রোকেয়া আর তার জীবনের প্রকৃত রূপ। রোকেয়াকে নিয়ে এখন পুরুষতন্ত্র নানাভাবে ফেনিয়ে উঠছে। তাঁকে নিয়ে রচিত হচ্ছে

নানা গ্রন্থ, হচ্ছে সেমিনার আর টিভি প্রোগ্রাম, লেখা হচ্ছে প্রবন্ধ। যদিও সমালোচকদের বড় অংশই ব্যর্থ হয়েছেন রোকেয়ার মহিমা উদঘাটনে, কিন্তু তারা আবেদনহীন নীরক্ত বাক্যারলী রচনা করে চলায় বিরামহীন। রোকেয়ার মহিমা উদঘাটনের মেধা যেমন তাঁদের নেই, তেমনি তাঁদের জানা নেই রোকেয়ার স্বরূপ নির্দেশের প্রকৃত পথ। নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া রোকেয়াকে সঠিকভাবে ব্যখ্যা করা অসম্ভব। সেকারনেই রোকেয়াকে নিয়ে নানা আকারের গ্রন্থ রচিত হলেও কোন গ্রন্থেই রোকেয়ার ওপর প্রকৃত আলোকপাত করার কাজটি সম্পন্ন হয় না; তবে নানা রকম বড়ো বড়ো নিরর্থক বুলি এসব গ্রন্থাকার অঢেল রচনা করেন।

এমন একটি রোকেয়া বিষয়ক গ্রন্থ *বেগম রোকেয়া*। আবদুল মান্নান সৈয়দ রোকেয়ার মূল্যায়ন করতে এসে ‘শেকড় সন্ধানে’র রোমাঞ্চ বোধ করেছেন প্রবলভাবে এবং প্রবলভাবেই ব্যর্থ হয়েছেন রোকেয়ার স্বরূপ উদঘাটনে আর তার ভূমিকা ও অবস্থান নির্দেশে। ভাবালুতায় ভেসে যাওয়া ছাড়াও তিনি এ-গ্রন্থে রোকেয়া বিষয়ক বিভিন্ন লেখার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করতে ভুল করেননি; আর প্রবলভাবে জ্ঞাপন করেছেন নারী বিষয়ক পুরুষতান্ত্রিক নানা অপবিশ্বাস; যে অপবিশ্বাস নারীর জন্য অসন্মানজনক ও ক্ষতিকর, তার মহিমা জ্ঞাপনে এ-লেখক বদ্ধপরিকর। রোকেয়া সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি জানিয়ে দেন তাঁর নিজের ভেতরের অন্ধকারের কথা। লোলচর্ম গোঁড়া মূঢ় পুরুষতন্ত্র তার কণ্ঠে এভাবে কথা বলে ওঠেঃ

> *‘বেগম রোকেয়া শুধু নারী নন - মানুষ। কাজেই তিনি যতোখানি নারীমর্মরিত, ততটাই পৌরুষেয়। যে যুগে তিনি বাস করেছিলেন তার প্রধান নায়ক রবীন্দ্রনাথঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) মধ্যে গুঞ্জরিত হয়েছিলো নারী ও : ইশারা, অর্ধাবগুণ্ঠন, ছায়ান্নতা, কোমলতা, আধ্যাত্মিকতা, সৃষ্টিশীলতা। আর রোকেয়ার মধ্যে আমরা দেখি এক পুরুষত্বার প্রকাশ : বাস্তবতা, ব্যঙ্গকুশলতা, নির্দিষ্টতা, ঐহিকতা, যুক্তিশীলতা, ভাবুকতা।’*

উদ্ধৃতিটির লেখক একজন পুংগর্বী পুরুষ। আবদুল মান্নান সৈয়দ রবীন্দ্রনাথের মধ্যকার নারীসত্তার বৈশিষ্ট্য গুলো নির্দেশ করতে পেরে পুলকে শিহরিত হয়ে উঠতে পারেন আর রোকেয়ার মধ্যে এক মহাপুরুষসত্তা আবিষ্কারের উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেও নারী ও পুরুষের যে বৈশিষ্ট্য তিনি নির্দেশ করেন তা অতি উদ্দেশ্যপ্রনোদিত, পুরুষতান্ত্রিক হীনতায় পরিপূর্ণ ও অগ্রহনযোগ্য। নারীসত্তার ওই বৈশিষ্ট্যগুলো নারী জন্মসূত্রে নিয়ে আসেনি, এগুলোকে নারীত্বের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক বলে সহস্রবছর ধরে রটনা করে এসেছে পুরুষতন্ত্র এবং নারীকে তা মেনে নিতে বাধ্য করেছে। ইশারা, অর্ধাবগুন্ঠন, কোমলতা, ছায়ান্নতার অপর নাম ভঙ্গুরতা ও অথর্বতা। পুরুষতন্ত্র নারীকে এসব বৈশিষ্ট্যগুলো আয়ত্ব করতে বাধ্য করে কারণ এগুলোর মধ্য দিয়েই সহজে নারীকে চির শৃঙ্খলিত ও পঙ্গু করে রাখা সম্ভব।

আর রোকেয়াকে পুরুষ সত্তার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলে আখ্যা দেওয়ার মধ্য দিয়েও রোকেয়াকে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। মনুষ্য মগজ সৃষ্টিশীলতার বিভিন্ন পথে ধাবিত হতে পারে। ওই মগজের বিকাশ ও শক্তিকেও পুরুষতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে চায় লৈঙ্গিক রাজনীতি দ্বারা। রোকায়া তাঁর সমকালের অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান লেখকের চেয়ে মননশীল ও স্বাপ্নিক ছিলেন। কিন্তু এক নারীর মধ্যে এমন মননশীলতা ও সৃষ্টিশীলতার সমন্বয় ও তার বিচিত্র প্রকাশকে মেনে নেওয়া ও স্বীকৃতি দেওয়া পুরুষ্টন্ত্রের জন্য হয়ে উঠে এক মহা অসুখকর ব্যাপার। তাই নারীর শক্তিকে এমন বিকৃত ও লিঙ্গান্তরিত করে দেখার উৎসাহ পুরুষতন্ত্রের। আবদুল মান্নান সৈয়দও তায় রোকেয়ার মধ্যে পুরুষতন্ত্রের সন্ধানই পান। তাঁর গর্বী পুংসত্তা রোকেয়াকে এভাবে দেখতেই স্বস্তিবোধ করেছে-কারণ এতে প্রশংসা করা হয়েছে আসলে পুরুষের শক্তি ও প্রতিভাকে, রোকেয়া এখানে উছিলামাত্র।

রোকেয়া সম্পর্কে যথাযথ ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন হয়েছে যাঁর হাতে, তিনি ডঃ হুমায়ূন আজাদ। তিনি রোকেয়ার মূল্যায়ন করেছেন নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং এই প্রথম রোকেয়া উদ্ভাসিত হয়েছেন স্বমহিমায়। রোকেয়া বিষয়ক ডঃ আজাদের প্রতিটি পংক্তি মূল্যবান এবং স্মরণীয়। কারণ ওই রচনায় বর্জন করা হয়েছে স্তব করার মোহ, তন্ন তন্ন করে দেখানো হয়েছে এক অভিনব লড়াই এর পরিচয়, যে পরিচয় আগে কোন সমালোচক দিতে সমর্থ হননি। এ আলোচনা স্পষ্ট করে তোলে হিংস্র এক অশুভ শক্তির সাথে দ্বন্দ্বরত এক নিঃসংগ মানুষের ছবি, সুস্পষ্ট করে দেয় ওই মানুষটির চরিত্র ও প্রবণতা। আমরা জানতে পারি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে রোকেয়ার অবস্থান কোথায় এবং রোকেয়া কী। এ আলোচনাই জ্ঞাপন করে নারীবাদী রোকেয়ার ব্যাপক পরিচয় :

> *‘রোকেয়া ছিলেন আমূল নারীবাদী। কিন্তু তিনি জানতেন তিনি পৃথিবীর এক বর্বর পিতৃতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, তাকে বিদ্রোহ করতে হবে এই বর্বরতাকে স্বীকার করেই। ... রোকেয়া নিজের মধ্যে সংহত রেখেছিলেন প্রবল দ্রোহিতা ও মর্ষকামিতাকে, পুরুষতন্ত্রকে আক্রমণ ও পরাভূত করার জন্য তাকে সুখের সাথে সহ্য করতে হয়েছে পুরুষতন্ত্রের পীড়ন। কিন্তু তিনি পুরুষতন্ত্রকে ধবংস করার জন্য নিরন্তর লড়াই করে গেছেন; তার রচনাবলী পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ধারাবাহিক মহাযুদ্ধ।’*

রোকেয়া সম্পর্কে ডঃ আজাদের মূল্যায়ন অসামান্য; কিন্তু ওটিই রোকেয়া সম্বন্ধে শেষ কথা হতে পারে না। সীমাহীন স্ববিরোধ ও পুরুষতন্ত্রের প্রথা মান্য করার নামই বেগম রোকেয়া।

ডঃ হুমায়ুন আজাদ যাঁর মধ্যে দেখেছেন আমূল নারীবাদীর লক্ষণ, রোকেয়ার নিজের জীবনই তো তার নিজের তৈরী নয়; রোকেয়া নারীপ্রতিভা হিশেবে নন্দিত, রোকেয়া প্রতিভা ঠিকই, তবে স্বামীর ছাঁচে বিকশিত প্রতিভা। তিনি অভিজাত পুরুষতন্ত্রের কুপ্রথা ও অবরোধ পীড়নের বিরুদ্ধে মুখর, আর নিজের জীবনে অতি নিষ্ঠার সাথে পালন করেন পতিপ্রভুর পরিয়ে দেয়া শৃঙ্খল, আমৃত্যু তিনি নিয়ন্ত্রিত হন একটি শবদেহ দ্বারা। তাঁর বিবাহিত জীবন স্বল্পকালের, বৈধব্যের কাল দীর্ঘ; স্বল্প বিবাহিত জীবন কাটে তার মহা পাথরের বন্দনায় আর দীর্ঘ বৈধব্যের কাল কাটে মৃত পতির তৈরী করে যাওয়া ছক অনুসারে। রোকেয়া বাঙালি মুসলমান নারী জাগরনের জন্য লিখে যান জ্বালাময়ী প্রবন্ধ আর নিজের জীবনে অনড় করে রাখেন অন্ধকার ও প্রথার মহিমা। রোকেয়া আদ্যোপান্ত স্ববিরোধিতাগ্রস্ত। রচনায় তাঁর ক্ষোভ ও বক্তব্য বেজে ওঠে, ব্যক্তি জীবনে তিনি যাপন করেন প্রথাগ্রস্ত, বিনীত, মান্য করে ধন্য হয়ে যাওয়া জীবন। তাই তাঁর রচনাবলী থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকানো দরকার তাঁর জীবনের দিকে, তবেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে তাঁর সত্য পরিচয় ও ভূমিকা। রোকেয়া আমূল নারীবাদী শুধু কোন কোন বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশে, নতুবা জীবনাচরনে ও বিশ্বাসে রোকেয়া অতি প্রথামান্যকারী স্ববিরোধিতাগ্রস্ত পতিপ্রভুর চিরবাধ্য ও অনুগতা এক বিবি ছাড়া আর কিছু নয়।

(চলবে)